

আমীরে আহলে সুন্নাত والجماعة العربية এর লিখিত কিতাব  
“ফয়যানে রমযান” থেকে নেয়া বিষয়ের পঞ্চম অংশ



# সেহেরীর ঐচ্ছিক ঐময়

শায়েখ হাবিবুল্লাহ, আমীরে আহলে সুন্নাত,  
শা'বান্দে ইলমশাহীহে হাকিমীয়াহে হুদায়ে আহলে সুন্নাতসহাে আবু বিন্দাল

মুহাম্মাদ ইলহিয়াস আত্তার কাদেবী রযবী



প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ \* مَا تَبَدُّ قَاعُودٌ بِاللَّوْمِ مِنَ الشَّقِيحِ الرَّجِيمِ \* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন  
 يَا كَيْفُ مَا تَبَدُّ قَاعُودٌ بِاللَّوْمِ مِنَ الشَّقِيحِ الرَّجِيمِ

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ

عَيْنِنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুত্তাভারাক, ১/৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন)

## কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা ﷺ : كَيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিহবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা)

## দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাক্কাভাবুলা মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ঈরশাদ করেন: “তোররর য়েখানেঈ ঠাক আমার ঈপর দরুদে পাক পড়, কেমনরর তোররদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে ঠাকে।” (তবাররনী)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 ঈর বিষয়বস্তু “ফয়ররনে রময়রন” ঈর ১১৪-১৩৯ পৃষ্ঠা ঠেকে নেয়রর হয়েছে

# সেহেরীর ঈঠিক ঈময়

## আভররর দোয়র

হে দয়রলু আল্লাহ! য়ে ব্যক্তি “সেহেরীর ঈঠিক ঈময়” পুস্তিকটি পঠরর করে বর শুনে নিবে, তাকে রময়রন ও কোরআনের শরফরয়রত নসীব কররর ঈবং জরন্নাতুল ফিরদরউসে আপন শ্রিয় হরবীব صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈর প্রতিবেশে ঈন্নত নেয়ররমত খরওয়ার সৌভরগ্য দরন কররর। آمين

## দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুক্কে আর্যম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: “নিশ্চয় দোয়র জমিন ও আসমরনের মরবখানে অপেক্ষরর করতে ঠাকে ঈবং তর ঠেকে কোন জিনিষ ঈপরে ঈঠে নর, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীয়ে কররীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈর প্রতি দরুদ শরীফ পঠরর করর হবে নর।” (তিরমিযী, ২/২৭, হরদীস ৪৮৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## রোয়রর নিয়্যত

শ্রিয় ঈসলামী ভাইয়েরর! রোয়রর জন্য নিয়্যত হছে শর্ত। সুতররং “যদি কোন ঈসলামী ভাই কিংবর ঈসলামী বোন রোয়রর নিয়্যত ছরড়া সুবহে সাদিক ঠেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঈকেবররে পরনরহরর বর্জন করে





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিমী ও কানযুল উম্মাল)

থাকে, তবেও তাদের রোযা হবে না।” (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৩) রমযান শরীফের রোযা হোক বা নফল রোযা অথবা নির্ধারিত মান্নতের রোযা (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নত করা, যেমন; নিজের কানে শুনতে পায় এমন আওয়াজে বললো যে, “আমি আল্লাহ পাকের জন্য এ বছর রবিউল আউয়াল শরীফের প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখবো।” তবে এটা ‘নির্ধারিত মান্নত’ এবং এ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো।) এ তিন ধরণের রোযার জন্য সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পরদিন ‘শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস’ (যাকে দ্বাহওয়ায়ে কুবরাও বলা হয়) এর পূর্বে যেকোন সময় নিয়্যত করে নিলে রোযা হয়ে যাবে।

(দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৩)

## শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি

যে দিনের ‘শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস’ সম্পর্কে জানতে চান, সেই দিনের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুর পরিমাণ জেনে নিন এবং সেই পরিপূর্ণ সময়কে দু’ভাগ করে নিন, প্রথমার্ধ শেষ হতেই ‘শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর সময় শুরু হয়ে গেলো। যেমন; আজ সুবহে সাদিক হয়েছে ঠিক পাঁচটার সময় আর সূর্যাস্ত ঠিক ছয়টার সময়। সুতরাং উভয়ের মধ্যকার সময় হলো সর্বমোট ১৩ ঘন্টা, এটাকে দু’ভাগ করুন তবে উভয় অংশে সাড়ে ছয় ঘন্টা করে হয়। এখন সুবহে সাদিকের ভোর ৫ টার সাথে সাড়ে ছয় ঘন্টা যোগ করুন, আর এভাবে সেই দিনের সাড়ে এগারটার পর থেকেই ‘শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস’ শুরু হয়ে গেলো, অতএব এখন এই তিন ধরনের রোযার নিয়্যত হতে পারে না। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৩)





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

বর্ণনাকৃত তিন ধরণের রোযা ব্যতীত অন্যান্য যত ধরণের রোযা রয়েছে সেসবের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে যে, রাত অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যেই নিয়ত করে নেয়া, যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তবে এখন আর নিয়ত হবে না। যেমন; রমযানের কাযা রোযা, কাফফারার রোযা, নফল রোযার কাযা (নফল রোযা শুরু করলেই ওয়াজিব হয়ে যায়, এখন শরীয়ত সম্মত কোন কারণ ছাড়া ভঙ্গ করা গুনাহ। যদি কোন ভাবে তা ভেঙ্গে যায়, হোক তা কোন কারণে বা কোন কারণ ছাড়াই, সর্বাবস্থায় এর কাযা করা ওয়াজিব) “অনির্ধারিত মান্নতের রোযা” (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের জন্য রোযার মান্নত করলো, কিন্তু দিন নির্ধারণ করেনি, এই মান্নতও পূরণ করা ওয়াজিব এবং আল্লাহ পাকের জন্য কৃত প্রতিটি বৈধ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব, যখন মুখ দ্বারা একথা এতটুকু আওয়াজে বললো, যা নিজে শুনতে পায়, যেমন; এভাবে বললো: “আল্লাহ পাকের জন্য আমি একটি রোযা রাখব।” এখন যেহেতু এতে দিন নির্ধারণ করেনি যে, কোন দিন রাখবে, সেহেতু জীবনে যখনই মান্নতের নিয়তে রোযা রাখবে, মান্নত পূরণ হয়ে যাবে। মান্নতের জন্য মুখে বলা শর্ত এবং এটাও শর্ত যে, কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজে বলা যে, যেন নিজে শুনতে পায়, মান্নতের শব্দাবলী এতটুকু আওয়াজেতো বলেছে যে, নিজে শুনতে পায়, কিন্তু বধিরতা কিংবা কোন ধরনের শোরগোল ইত্যাদির কারণে শুনতে পায়নি, তবুও মান্নত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা পূরণ করা ওয়াজিব) ইত্যাদি এসব রোযার নিয়ত রাতেই করে নেয়া আবশ্যিক। (প্রাঞ্জল)





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

## রোযার নিয়্যত সম্পর্কে বিশটি মাদানী ফুল

❦১❦ রমযানের রোযা ও ‘নির্ধারিত মান্নত’ ও নফল রোযার নিয়্যতের সময়-সীমা সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ অর্থাৎ ‘শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, এ পুরো সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়্যত করে নিবেন, এ রোযা হয়ে যাবে। (দুররুল মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩/৩৯৩)

❦২❦ ‘নিয়্যত’ হচ্ছে মনের ইচ্ছার নাম, মুখে বলা শর্ত নয়, কিন্তু মুখে বলা মুস্তাহাব, যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়্যত করেন, তবে এভাবে বলুন:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ عَدَا لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضٍ رَمَضَانَ.

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, আল্লাহ পাকের জন্য কাল এই রমযানের ফরয রোযা রাখবো।

❦৩❦ যদি দিনের বেলা নিয়্যত করেন তবে এভাবে বলুন:

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضٍ رَمَضَانَ.

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, আল্লাহ পাকের জন্য আজকের এই রমযানের ফরয রোযা রাখবো। (জুহুহারা, ১/১৭৫)

❦৪❦ আরবীতে নিয়্যতের বাক্যগুলো দ্বারা আদায় করলে তা নিয়্যত বলে তখনই গন্য হবে, যখন এর অর্থও জানা থাকে, আর একথাও স্মরণ রাখুন যে, মুখে নিয়্যত করা, হোক যে কোন ভাষায়, এটা তখনই কর্যকর হবে, যখন অন্তরেও নিয়্যত উপস্থিত থাকে। (প্রাণ্ডজ)





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

- ﴿৫﴾ নিয়্যত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যেতে পারে, আরবী কিংবা অন্য কোন ভাষায় নিয়্যত করুন না কেন, নিয়্যত করা সময় অন্তরের ইচ্ছা থাকতে হবে, অন্যথায় খামখেয়ালী ভাবে শুধুমাত্র মুখস্ত বাক্যগুলো বললে নিয়্যত হবে না। তবে হ্যাঁ! মুখে নিয়্যতের বাক্যগুলো বলে নিলেন কিন্তু পরবর্তীতে নিয়্যতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অন্তরেও নিয়্যত করে নিলেন, তবে এখন নিয়্যত বিশুদ্ধ হলো। (রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৩২)
- ﴿৬﴾ যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করেন, তবে আবশ্যিক যে, এভাবে নিয়্যত করা, আমি সুবহে সাদিক থেকে রোযাদার। যদি এভাবে নিয়্যত করেন যে, আমি এখন থেকে রোযাদার, ভোর থেকে নয় তাহলে রোযা হবে না। (জাওহার, ১/১৭৫ ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৪)
- ﴿৭﴾ দিনের বেলায় কৃত সেই নিয়্যতই বিশুদ্ধ যে, সুবহে সাদিক থেকে নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী এমন কোন কাজ না করা। অবশ্য যদি সুবহে সাদিকের পর ভুলবশত পানাহার করে ফেলেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করেছে, তবুও নিয়্যত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার পত, ৩/৩৬৭)
- ﴿৮﴾ আপনি যদি এভাবে নিয়্যত করেন যে, “আগামীকাল কোথাও দাওয়াত থাকলে রোযা রাখবো না, অন্যথায় রোযা রাখবো।” এ নিয়্যতও বিশুদ্ধ নয়, এমতাবস্থায় আপনি রোযাদার নন।

(আলমগীরী, ১/১৯৫)





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

- ﴿৯﴾ মাহে রমযানের দিনে রোযার নিয়্যত করলেন না, এমনও না যে, “রোযা রাখলেন না” যদিওবা জানা আছে যে, এটা রমযানুল মুবারক মাস, তবে রোযা হবে না। (আলমগীরী, ১/১৯৫)
- ﴿১০﴾ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে রাতের যেকোন সময়েই নিয়্যত করলেন, অতঃপর পরে রাতের বেলায় পানাহার করলেন, তবে নিয়্যত ভঙ্গ হয়নি, সেই প্রথম নিয়্যতই যথেষ্ট, নতুনভাবে নিয়্যত করা আবশ্যিক নয়। (জাওহারা, ১/১৭৫)
- ﴿১১﴾ আপনি রাতে রোযার নিয়্যত তো করে নিলেন, অতঃপর রাতেই দৃঢ় ইচ্ছা করে নিলেন যে, “রোযা রাখবো না” তবে আপনার পূর্ববর্তী নিয়্যত ভঙ্গ হয়ে গেছে। যদি নতুনভাবে নিয়্যত না করেন, আর দিনভর রোযাদারদের মতো ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রয়ে গেলেন, তবুও রোযা হবে না। (দুররে মুখতার, ৩/৩৯৮)
- ﴿১২﴾ নামাযের মধ্যভাগে কথা বলার নিয়্যত তো করলেন, কিন্তু কথাবার্তা বললেন না, তবে নামায ভঙ্গ হয়নি। এমনিভাবে রোযা পালনকালে রোযা ভঙ্গ করার শুধু নিয়্যত করে নিলে রোযা ভঙ্গ হয়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভঙ্গকারী কোন কাজ করবে না। (জাওহারা, ১/১৭৫)
- ﴿১৩﴾ সেহেরী খাওয়াও নিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত, হোক তা রমযানের রোযার জন্য বা অন্য কোন রোযার জন্য, কিন্তু তবে সেহেরী খাওয়ার সময় যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, ভোরে রোযা রাখবো না, তবে এ সেহেরী খাওয়া নিয়্যত নয়। (প্রাণ্ডক্ত, ১৭৬ পৃষ্ঠা)







রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিমী ও কানযুল উম্মাল)

﴿১৪﴾ রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন করে নিয়্যত করা আবশ্যিক। প্রথম তারিখে কিংবা অন্য কোন তারিখে যদি পূর্ণ রমযান মাসের রোযার নিয়্যতও করে নেয়া হয়, তবুও এ নিয়্যত শুধু সেই এক দিনের নিয়্যত হিসেবেই গন্য হবে; অবশিষ্ট দিন গুলোর জন্য নয়। (প্রাঞ্জল)

﴿১৫﴾ রমযানের রোযা ও ‘নির্ধারিত মান্নত’ এবং নফল রোযা ব্যতীত অবশিষ্ট রোযাগুলো, যেমন; রমযানের রোযার কাযা, অনির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার কাযা আর নির্ধারিত মান্নতের রোযার কাযা ও কাফফারার রোযা এবং হজ্জে তামাত্তু<sup>(১)</sup> এর রোযা এসব ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের আলো উজ্জল হওয়ার (অর্থাৎ ঠিক সুবহে সাদিকের) সময় কিংবা রাতে নিয়্যত করা আবশ্যিক এবং এটাও আবশ্যিক যে, যেই রোযা রাখবে বিশেষ করে সেই রোযারই নিয়্যত করবে। যদি ওই রোযাগুলোর নিয়্যত দিনের বেলায় (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে

১. হজ্জ তিন প্রকার: (১) কিরান, (২) তামাত্তু, (৩) ইফরাদ। কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায় করার পর হজ্জের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোরবানী করা ওয়াজিব; আর ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব। যদি কিরান ও তামাত্তুকারী খুব বেশী গরীব ও অভাবী হয়, কিন্তু কিরান বা তামাত্তুর নিয়্যত করে নিয়েছে এবং এখন তার নিকট কোরবানীর উপযোগী পশুও নেই, টাকাও নেই এবং এমন কোন সামগ্রীও নেই, যা বিক্রি করে কোরবানীর ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কোরবানীর পরিবর্তে দশটি রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। তিনটি রোযা হজ্জের মাসেগুলোতে, অর্থাৎ ১ম শাওয়ালুল মুকাররাম থেকে ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার পর এর মধ্যে যখনই চায়, রেখে নিবে। ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যিক নয়, মাঝে মাঝে বাদ দিয়েও রাখতে পারবে। উত্তম হচ্ছে, ৭, ৮, ও ৯ যিলহজ্জ রাখা অতঃপর ১৩ যিলহজ্জের পর অবশিষ্ট ৭টি রোযা যখনই চায় রাখতে পারবে, উত্তম হলো ঘরে ফিরে গিয়ে রাখা।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল্লা)

শুরু করে ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরার’ পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) করে নেয়, তবে নফল হলেও তা পূরণ করা আবশ্যিক, ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে, যদিওবা একথা আপনার জানা থাকে যে, আমি যেই রোযা রাখার ইচ্ছা করেছিলাম, এটা সেই রোযা নয়, বরং নফলই। (দুররে মুখতার, ৩/৩৯৩)

﴿১৬﴾ আপনি এটা মনে করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে রোযার কাযা রয়েছে, এখন রেখে দেয়ার পর জানতে পারলেন যে, ধারণা ভুল ছিলো। যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ করে নেন, তবে কোন ক্ষতি নেই, অবশ্য উত্তম হচ্ছে পূর্ণ করে নেয়া। যদি জানতে পারার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন রোযা রাখা আবশ্যিক হয়ে গেলো, তা ভঙ্গ করতে পারবেন না, যদি ভঙ্গ করেন তবে কাযা ওয়াজিব হবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৯)

﴿১৭﴾ রাতে আপনি কাযা রোযার নিয়্যত করলেন, যদি এখন ভোর শুরু হয়ে যাবার পর এটাকে নফল রোযা হিসেবে রাখতে চান, তবে রাখতে পারবেন না। (প্রাণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা) তবে হ্যাঁ! রাতেই নিয়্যত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

﴿১৮﴾ নামাযের মধ্যেও যদি রোযার নিয়্যত করা হয়; তবে এই নিয়্যত বিশুদ্ধ। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩/৩৯৮)

﴿১৯﴾ কয়েকটা রোযা কাযা হয়ে গেলে নিয়্যতের মধ্যে এটা থাকা চাই যে, এই রমযানের প্রথম রোযার কাযা, দ্বিতীয় রোযার কাযা





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিমী ও কানযুল উম্মাল)

আর যদি কিছু এ বছরে কাযা হয়ে যায়, কিছু পূর্ববর্তী বছরের বাকী থাকে, তবে এরূপ নিয়্যত হওয়া চাই যে, এই রমযানের কাযা, পূর্ববর্তী রমযানের কাযা আর যদি দিন ও সাল নির্ধারণ না করে, তবুও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১/১৯৬)

﴿২০﴾ مَعَادُ اللَّهِ আপনি রমযানের রোযা রাখার পর ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেলেছেন, তবে আপনার উপর সেই রোযার কাযাও বিদ্যমান থাকবে এবং (যদি কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়) কাফ্ফারার ষাটটি রোযাও। এখন আপনি একষট্টিটি (৬১) রোযা রেখে নিলেন, কাযার দিন নির্দিষ্ট না করেই, তবে এতে কাযা ও কাফ্ফারার উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। (প্রাণ্ড)

## দাড়িওয়ালী কন্যা!

রোযা ও অন্যান্য আমলের নিয়্যত শিখার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং উভয় জগতের বরকত অর্জন করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য খুবই চমৎকার ও সুবাসিত “মাদানী বাহার” আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি নিচুড়লাইন (বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, একবার আশিকানে রাসূলের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় প্রায় ২৬ বছরের এক ইসলামী ভাইও সফরে অংশগ্রহণ করেছিলো, সে দোযায় খুবই কান্নাকাটি করতো। কারণ জানতে চাইলে বললো যে, আমার





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

একটি মাত্র মাদানী মুন্নী (মেয়ে) আছে যার চেহারায় দাড়ি গজাতে শুরু করেছে! এ কারণে আমি খুবই চিন্তিত, এক্সরে এবং টেষ্টের মাধ্যমে এর কারণ ধরা পড়ছেন আর কোন চিকিৎসাও কাজে আসছেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাদানী কাফেলার সদস্যরা তার মাদানী মুন্নীর (মেয়ের) জন্য দোয়া করলো। সফর সম্পন্ন হওয়ার পর যখন দ্বিতীয় দিন সেই দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের সাক্ষাৎ হলো, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই সুসংবাদ শুনালো, বাচ্চার মা বললো যে, আপনি মাদানী কাফেলায় সফর করার ২য় দিনই **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** আশ্চর্যজনকভাবে মেয়ের চেহারা থেকে দাড়ি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো, যেন আগে কখনো ছিলোই না!

## সেহেরী খাওয়া সুন্নাত

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদেরকে রোযার মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন এবং পাশাপাশি শক্তি অর্জনের জন্য সেহেরীর শুধু অনুমতি দেননি, বরং এতে আমাদের জন্য আখিরাতের অসংখ্য সাওয়াবও রেখেছেন।

অনেককে দেখা যায় যে, কখনো সেহেরী করতে না পারলে, তখন গর্ব করে এরূপ বলতে শুনায়: “আমরা তো আজ সেহেরী ছাড়াই রোযা রেখেছি।” প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর আশিকরা! এটি কখনো গর্বের বিষয় নয়, সেহেরীর সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে আফসোস করা উচিত, কেননা রাসূলে পাক **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর একটি মহান সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে গেছে।





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

## হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম

হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ শরফুদ্দীন ওরফে বাবা বুলবুল শাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দয়ায় এতো শক্তি দান করেছেন যে, আমি কোনরূপ পানাহার ছাড়া এবং কোন আসবাবপত্র ছাড়াই জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত নয়, সেহেতু আমি তা থেকে বিরত থাকি, আমার নিকট সুন্নাতের অনুসরণ হাজার বছরের (নফল) ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।” যাইহোক সমস্ত কর্মের সৌন্দর্য প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই নিহিত।

## ঘুমানোর পর সেহেরীর অনুমতি ছিলো না

প্রাথমিক পর্যায়ে রোযা পালনকারীদের সূর্যাস্তের পর শুধুমাত্র ততক্ষণই পানাহারের অনুমতি ছিলো যতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে না পড়ে, যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে পুনরায় জাগ্রত হয়ে পানাহার করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ পাক আপন প্রিয় বান্দাদের প্রতি মহান অনুগ্রহ করে সেহেরীর অনুমতি দান করেছেন, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘খায়য়িনুল ইরফানে’ সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযিয়্যুদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখ করেন:

## সেহেরীর অনুমতির ঘটনা

হযরত সাযিয়্যুনা সারমাহ ইবনে কায়েস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا পরিশ্রমী লোক ছিলেন। একদিন রোযা অবস্থায় নিজ জমিতে সারাদিন কাজ করে





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলেন। তার সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর নিকট খাবার চাইলে তিনি রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ক্লাস্ত ছিলেন, চোখে ঘুম এসে গেলো। খাবার তৈরী করে যখন তাঁকে জাগ্রত করলেন, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আহার করতে অস্বীকার করলেন। কেননা তখনকার দিনে (সূর্যাস্তের পর) ঘুমিয়ে পড়াদের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। তাই পানাহার ছাড়াই তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ পরদিনও রোযা রেখে নিলেন। ফলে তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দুর্বলতার কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন। (তাফসীরে খামিন, ১/১২৬) সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ  
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ  
اتَّبِعُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পানাহার করো, এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভরেখা কৃষ্ণরেখা থেকে, ভোর হয়ে; অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো।

এই পবিত্র আয়াতে রাতকে কালো রেখা ও সুবহে সাদিককে সাদা রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রমযানুল মুবারকের রাতগুলোতে পানাহার করা মুবাহ (অর্থাৎ জাযিয়) সাব্যস্ত করা হলো। (খায়য়িনুল ইরফান, ৬৮, ৬৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে একথাও জানা গেলো যে, রোযার সাথে ফজরের আযানের কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ফজরের আযান





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

চলাকালে পানাহার করার কোন বৈধতাই নেই। আযান হোক কিংবা না-ই হোক, আপনার কানে আওয়াজ আসুক কিংবা না-ই আসুক সুবহে সাদিকের পূর্বেই আপনাকে পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

**সেহেরী সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ৩টি বাণী**

﴿১﴾ রোযা রাখার জন্য সেহেরী খেয়ে শক্তি অর্জন করো, আর দিনে (অর্থাৎ দুপুরে) আরাম (অর্থাৎ কায়লুলা) করে রাতে ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করো। (ইবনে মাজাহ, ২/৩২১, হাদীস নং-১৬৯৩)

﴿২﴾ তিন ব্যক্তি যতটুকুই খাবে তাদের কোন হিসাব হবে না, এ শর্তে যে, খাদ্য যদি হালাল হয়। (১) রোযাদার ইফতারের সময় (২) সেহেরী আহারকারী (৩) মুজাহিদ, যে আল্লাহ পাকের পথে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষীর কাজ করে।

(মু'জামুল কবীর, ১১/২৮৫, হাদীস নং-১৬৯৩)

﴿৩﴾ সেহেরী হচ্ছে সম্পূর্ণটাই বরকত, সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো না, চাই এমনই হোক যে, তোমরা এক ঢোক পানি পান করে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁর ফিরিশতারা সেহেরী আহারকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/৮৮, হাদীস নং-১১৩৯৬)

**রোযার জন্য কি সেহেরী পূর্বশর্ত?**

সেহেরী রোযার জন্য পূর্বশর্ত নয়, সেহেরী ছাড়াও রোযা হতে পারে কিন্তু জেনে শুনে সেহেরী না করা ঠিক নয়, কেননা তা হলো একটি মহান সুনাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সেহেরীতে প্রচুর পরিমাণে





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল্লা)

খাওয়াও আবশ্যিক নয়, কয়েকটি খেজুর ও পানিই যদি সেহেরীর নিয়তে খেয়ে নেয়া হয় তাও যথেষ্ট।

## খেজুর ও পানি দ্বারা সেহেরী

হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন; প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেহেরীর সময় আমাকে ইরশাদ করলেন: “ আমার রোযা রাখার ইচ্ছা আছে, আমাকে কিছু আহার করাও। ” সুতরাং আমি কিছু খেজুর এবং একটি পাত্রে পানি পেশ করলাম। (আস সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, ২/৮০, হাদীস নং-২৪৭৭)

## খেজুর দ্বারা সেহেরী করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ রোযাদারের জন্য একেতো সেহেরী করা স্বয়ং সুন্নাত এবং খেজুর দ্বারা সেহেরী করা আরেকটি সুন্নাত, কেননা নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ খেজুর দ্বারা সেহেরী করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমনটি সাযিয়দুনা সাযিব বিন ইয়াযিদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ نِعْمَ السَّحُورُ الْمُؤْمِنِ السَّحُورُ অর্থাৎ খেজুর সর্বোত্তম সেহেরী। ”

(মুজাম্মু কবীর, ৮/১৫৯, হাদীস নং-৬৬৮৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন: “ نِعْمَ السَّحُورُ الْمُؤْمِنِ السَّحُورُ অর্থাৎ খেজুর মু'মিনদের জন্য কতই না উত্তম সেহেরী। ” (আবু দাউদ, ২/৪৪৩, হাদীস নং-২৩৪৫)

## সেহেরীর সময় কখন?

হানাফী মাযহাবের অনেক বড় আলামিন হযরত আল্লামা মাওলানা মোল্লা আলী ক্বারী رَحِمَهُ اللهُ বলেন: “ কারো কারো মতে সেহেরীর সময় অর্ধরাত থেকে শুরু হয়ে যায়। ” (মিরকাতুল মাফাজীহ, ৪/৪৭৭)







রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সেহেরীতে দেরী করা উত্তম, যেমনটি হযরত সায্যিদুনা ইয়া'লা ইবনে মুররাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তিনিটি জিনিসকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন: ১. ইফতারে তাড়াতাড়ি করা ২. সেহেরীতে দেরী করা এবং ৩. নামাযে (কিয়ামে) হাতের উপর হাত রাখা।” (মু'জামু আওসাত, ৫/৩২০, হাদীস নং-৭৪৭০)

## ‘সেহেরীতে দেরী’ দ্বারা কোন সময়টি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেহেরীতে দেরী করা মুস্তাহাব, কিন্তু এত দেরীও করবেন না যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয়! এখানে মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, ‘দেরী’ দ্বারা উদ্দেশ্য কোন সময়টি? প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ “তায়ফসীরে নঈমীতে” লিখেন: “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাতের ষষ্ঠ অংশ।” তারপরও মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাতের ষষ্ঠ অংশ কীভাবে বুঝা যাবে? এর উত্তর হচ্ছে, ‘সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়সীমাকে রাত বলে।’ যেমন; কোন দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সূর্য অস্ত গেলো এবং তারপর ভোর চারটার সময় সুবহে সাদিক হলো। এভাবে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে যে নয় ঘন্টা অতিবাহিত হলো তাকেই রাত বলা হয়। এখন রাতের এই ৯ ঘন্টাকে সমান ছয়ভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগ দেড় ঘন্টা করে হলো, এখন রাতের শেষ দেড় ঘন্টা (অর্থাৎ রাত আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে সেহেরী করাই দেরীতে সেহেরী করা হলো। সেহেরী ও ইফতারের সময় প্রতিদিনই পরিবর্তন হতে থাকে।





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়লা)

বর্ণিত নিয়মানুসারে যখনই চান রাতের ষষ্ঠ অংশ বের করতে পারেন। যদি রাতে সেহেরী করে নেন, আর রোযার নিয়্যতও করে নেন, তবুও রাতের বাকী অংশে পানাহার করতে পারবেন, নতুনভাবে নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই।

## ফজরের আযান নামাযের জন্যই, সেহেরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়!

অনেকে সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান চলাকালেই পানাহার করতে থাকে, এবং অনেকে কান পেতে শুনে যে, এখনো অমুক মসজিদে আযান শেষ হয়নি অথবা বলে থাকে: ঐ যে শুনো দূর থেকে আযানের আওয়াজ আসছে! এবং এভাবে কিছু না কিছু খেয়ে নেয়। যদি নাও খায় তবে পানি পান করে নিজেদের পারিভাষায় “রোযা বন্ধ” করে থাকে। আহা! এভাবে “রোযা বন্ধ” কি আর করবে রোযাকে তো একেবারে “খোলা অবস্থায়ই” ছেড়ে দেয় আর এভাবে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করার কারণে তাদের রোযা তো হয়ই না, সারা দিন ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া কিছুই তাদের হস্তগত হয় না। “রোযা বন্ধ” করার সম্পর্ক ফজরের আযানের সাথে নয়, সুবহে সাদিকের পূর্বেই পানাহার বন্ধ করা আবশ্যিক, যেমনটি পবিত্র আয়াতের আলোকে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমানকে ‘সুস্থ বিবেক’ দান করুন এবং সঠিক সময়ের জ্ঞান অর্জন করে রোযা-নামায ইত্যাদি ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

## পানাহার বন্ধ করে দিন

ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজকাল অনেক লোক আযান বা সাইরেন এর উপর সেহেরী ও ইফতারের সময় ঠিক করে, বরং অনেকে তো ফজরের আযান চলাকালেই “রোযা বন্ধ” করে। এই সাধারণ ভুল দূর করার জন্য কতইনা উত্তম হতো যে, যদি রমযানুল মুবারক মাসে প্রতিদিন সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক মসজিদে উচ্চ আওয়াজে صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاتُكَ عَلَى الْحَبِيبِ! বলার পর এভাবে ৩ বার ঘোষণা করে দেয়া হয়: “আশিকানে রাসূল মনযোগী হোন, আজ সেহেরীর শেষ সময় (যেমন) ৪টা ১২ মিনিটে, সময় শেষ হয়ে এসেছে, দ্রুত পানাহার বন্ধ করে দিন, আযানের জন্য কখনোই অপেক্ষা করবেন না, আযান সেহেরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের নামাযের জন্য দেয়া হয়।”

প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি অন্তরে গেঁথে রাখা আবশ্যিক যে, ফজরের আযান সুবহে সাদিকের পরেই দিতে হয় এবং তা “রোযা বন্ধ” করার জন্য নয় বরং শুধুমাত্র ফজরের নামাযের জন্যই দেয়া হয়।

## মাদানী কাফেলার নিয়ত করতেই

### সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন, إِنَّ شَاءَ اللهُ দুনিয়া আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ হস্তগত হবে। আপনাদের আত্মহ সৃষ্টির





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

জন্য মাদানী কাফেলার একটি “মাদানী বাহার” আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি: যেমনটি লাউরি (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বড় ভাইয়ের বিবাহের দিন ঘনিজে আসছিলো, খরচের ব্যবস্থা ছিলো না, সে খুবই চিন্তিত ছিলো, ঋণ নেয়ার প্রতিও মন সায় দিচ্ছিলো না যে, যদি শোধ করতে দেরী হওয়া অবস্থায় প্রাণের চেয়েও প্রিয় মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর বদনাম হতে পারে। একদিন একাকিত্বে খুবই চিন্তিত অবস্থায় সে যোহরের নামায আদায় করলো এবং মনে মনে নিয়ত করলো যে, যদি টাকার ব্যবস্থা হয় তবে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। নামায শেষ হওয়ার পর তখনো নামাযীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং ইনফিরাদী কৌশিশেই ব্যস্ত ছিলো, ইতোমধ্যে ইমাম সাহেব যিনি সম্পর্কে তার বড় কাকা ছিলো এবং তার এই পেরেশানী সম্পর্কেও অবগত। তিনি তাকে ডাকলেন এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** না চাইতেই তিনি নিজ থেকে টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। সেই ইসলামী ভাই ২য় দিনই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তের বরকতে তার চিন্তা দূর হয়ে গেলো। বিয়ের তারিখ পাকা হওয়ার সময় সে অনেক ঋণে ডুবে ছিলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** বড় ভাইজানের বিবাহও হয়ে গেলো এবং ঋণও শোধ হয়ে গেলো।

কলব ভী শাদ হো, ঘরভী আবাদ হো  
করয উতর যায়েগা, খুব রিয়ক আ’য়েগা

শাদীয়াঁ ভী রচঁে, কাফিলে মে চলো  
সব বালায়েঁ ঠলেঁ, কাফিলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ছোট ভাই এর মাদানী কাফেলা সফরের নিয়ত্যের বরকতে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা, টাকার ব্যবস্থা ও বড় ভাই এর বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

## ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর সাতবার সূরা কুরাইশ (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পড়ে দোয়া করুন। পাহাড় সমান ঋণ হলেও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** আদায় হয়ে যাবে। এই আমল উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন।

## ঋণ পরিশোধের অযীফা

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য কারো নিকট অমুখাপেক্ষী বানাও।) উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে প্রতিদিন (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফসহ) পাঠ করুন। বর্ণিত আছে যে, এক মুকাতাব গেলাম<sup>(১)</sup> হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা **كَوَّمَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ** এর দরবারে আরয করলো: “আমি নিজেকে মুক্ত করার মূল্য আদায় করতে অপারগ, আমাকে সাহায্য

১. মুকাতাব গোলাম: ঐ গোলামকে বলা হয়, যে তার মনিবের নিকট সম্পদ আদায় করে মুক্ত হওয়ার সন্ধি করেছে। (জাওহারা, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

করুন।” তিনি **كُذِّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ الْكَرِيمُ** বলেন: আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখাব যা রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমাকে শিখিয়েছেন, যদি তোমার উপর সীর<sup>(১)</sup> সমান ঋণ থাকে তবে আল্লাহ পাক তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবেন। তুমি এরূপ বলো:

**اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ**

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য কারো নিকট অমুখাপেক্ষী বানাও।) (তিরমিযী, ৫/৩২৯, হাদীস নং-৩৫৭৪)

**সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়:** অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের প্রথম আলো প্রতিফলিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং যোহরের প্রারম্ভিক সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়।

**মাদানী পরামর্শ:** চিন্তাগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের উচিত যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে সেখানে দোয়া করা, যদি নিজে অপারগ হন, যেমন; ইসলামী বোন হলে তবে ঘর থেকে অন্য কাউকে সফরে পাঠিয়ে দিন।

## ইফতারের বর্ণনা

যখন সূর্যাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ইফতার করতে দেবী করা উচিত নয়; সাইরেনের অপেক্ষা করবেন না, আযানেরও অপেক্ষা করবেন না, তাৎক্ষণিকভাবে কোন কিছু পানাহার

১. সীর হলো একটি পাহাড়ের নাম। (আন নাহায়া, ৩/৬১)





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

করে নিন, কিন্তু খেজুর বা খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত। “ফতোয়ায়ে রযবীয়া”য় রয়েছে: **প্রশ্ন:** রোযার ইফতার কোন জিনিষ দিয়ে করা সুন্নাত। **উত্তর:** ভেজা খেজুর (অর্থাৎ খেজুর) এবং তা থাকলে শুকনোটা (অর্থাৎ খোরমা) এবং তাও না থাকলে পানি।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬২৮-৬২৯)

## ইফতারের দোয়া

ইফতার করে নেয়ার পর যেমন; খেজুর খেয়ে অথবা সামান্য পানি পান করার পর সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে নিম্ন লিখিত দোয়াটিও পাঠ করুন, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইফতারের সময় এই দোয়াটি পাঠ করতেন: **اللَّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ** (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।) (আবু দাউদ, ২/৪৪৭, হাদীস নং-২৩৫৮) অপর হাদীসে পাকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “হে আলী! যখন তুমি রমযান মাসে রোযা রাখবে তখন ইফতারের পর এই দোয়া পাঠ করো: **اللَّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ** (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার প্রতিই ভরসা করেছি আর তোমারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি) তবে তোমার জন্য সকল রোযাদারের সমপরিমাণ প্রতিদান লিখা হবে এবং তাদের সাওয়াবেও কমতি করা হবে না।” (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়ানিদিল হারিস, ১/৫২৭, হাদীস নং-৪৬৯) এরপর সম্ভব হলো আরো দোয়াও করুন, কেননা এটি দোয়া কবুলের সময়।





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো,  
নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

## ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়

ইফতারের দোয়া সাধারণত ইফতারের পূর্বেই পড়ার প্রচলন রয়েছে কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “ফতোয়ায়ে রযবীয়া” এর ১০ম খন্ডের ৬৩১ পৃষ্ঠায় তাঁর গবেষণা এটাই উপস্থাপন করেন যে, দোয়া ইফতারের পর পাঠ করা হোক। ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়, না হলে ঐ সমস্ত এলাকায় বা শহরে রোযা কিভাবে খুলবে যেখানে মসজিদই নেই বা আযানের শব্দ আসে না। মূলতঃ আযান মাগরিবের নামাযের জন্য দেয়া হয়। যেখানে মসজিদ আছে! যদি সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এই নিয়ম চালু করা যায় যে, যখনই সূর্যাস্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে তখনই উচ্চ আওয়াজে “صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ” বলার পর এভাবে তিন বার ঘোষণা করা হয়: “আশিকানে রাসূল! ইফতার করে নিন।”

## ইফতারের ফযীলত সম্পর্কে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ৫টি বাণী

﴿১﴾ “মানুষ সর্বদা কল্যাণের সহিত থাকবে, যতদিন দ্রুত ইফতার করবে।” (বুখারী, ১/৬৪৫, হাদীস নং-১৯৫৭)

## ইফতার করানোর মহান ফযীলত

﴿২﴾ “যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য কিংবা পানীয় দ্বারা (কোন মুসলমানকে) ইফতার করালো, ফিরিশতারা মাহে রমযানের সময়গুলোতে তার জন্য ইস্তিগফার করেন এবং জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) শবে কুদরে তার জন্য ইস্তিগফার করেন।” (মু'জামু কবীর, ৬/২৬২, হাদীস নং-৬১৬২)







রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

## জিব্রাইল আমীন কর্তৃক মুসাফাহা করার নিদর্শন

﴿৩﴾ “যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমযানে ইফতার করায়, রমযানের সমস্ত রাতে ফিরিশতারা তার উপর দরুদ (রহমত) প্রেরণ করেন এবং শবে ক্বদরে জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) তার সাথে মুসাফাহা করেন আর যার সাথে হযরত জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) মুসাফাহা করে নেন, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার অন্তর নরম হয়ে যায়।” (জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭/২১৭, হাদীস নং-২২৫৩৪)

﴿৪﴾ “যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক তাকে আমার ‘হাওয়’ থেকে পান করাবেন, ফলে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না।” (ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯২, হাদীস নং-১৮৮৭)

﴿৫﴾ “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার ইফতার করে, তবে যেন খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে ইফতার করে, কেননা তা হচ্ছে বরকত এবং যদি না থাকে তবে পানি দ্বারা করবে, কেননা তা পবিত্রকারী।” (তিরমিযী, ২/১৬২, হাদীস নং- ৬৯৫)

## প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইফতার

হযরত সাযিয়্যদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: “প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামাযের পূর্বে ভেজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, ভেজা খেজুর না থাকলে কয়েকটি শুকনো খেজুর অর্থাৎ খোরমা দিয়ে আর তাও না থাকলে তবে কয়েক অঞ্জলী পানি পান করতেন।”

(আবু দাউদ, ২/৪৪৭, হাদীস নং-২৩৫৬)





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকে সেহেরী ও ইফতারে খেজুর ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয় খেজুরে অসংখ্য বরকত এবং অগণিত রোগের চিকিৎসা রয়েছে।

## খেজুরের ২৫ টি মাদানী ফুল

﴿১﴾ আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আলীয়া” (অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় **وَادَا اللهُ شَرْقًا وَتَغْطِيْنَا** মসজিদে কুবা শরীফের নিকটে একটি জায়গার নাম) এর “আজওয়া” (মদীনা মুনাওয়ারার **وَادَا اللهُ شَرْقًا وَتَغْطِيْنَا** সর্বোৎকৃষ্ট খেজুরের নাম) এর মধ্যে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে। অপর একটি বর্ণনানুসারে: “সাতদিন যাবত প্রতিদিন সাতটি করে আজওয়া খেজুর খেলে ‘কুষ্ঠরোগ’ (ধবলরোগ) এ উপকার পাওয়া যায়।” (আল কামিলু লি ইবনে আদী, ৭/৪০৭)

﴿২﴾ প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে এসেছে, এতে বিষক্রিয়ার শিফা রয়েছে। (ত্বিরমিযী, ৪/১৭, হাদীস নং-২০৭৩) বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে: যে ব্যক্তি সকালে খালি পেটে ৭টি আজওয়া খেজুর খেয়ে নেয়, সেদিন তাকে যাদু এবং বিষও ক্ষতি করতে পারবে না।

(বুখারী, ৩/৫৪০, হাদীস নং-৫৪৪৫)

﴿৩﴾ সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: খেজুর খেলে এ্যাপেন্ডিসাইট (APPENDIX) হয় না। (কানযুল উম্মাল, ১০/১২, হাদীস নং-২৮১৯১)

﴿৪﴾ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “সকালে খালি পেটে খেজুর খাও, এতে পেটের ক্রিমি মরে যায়।”

(আল জামেউস সগীর, ৩৯৮, হাদীস নং-৬৩৯৪)





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

﴿৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন হুসাইম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “আমার মতে গর্ভবতীর জন্য খেজুর অপেক্ষা এবং রোগীর জন্য মধু অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বস্তুতে শিফা (আরোগ্য) নেই।”

(তফসীরে দুররে মানসুর, ৫/৫০৫)

﴿৬﴾ সায়্যিদী মুহাম্মদ আহমদ যাহবী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: “গর্ভবতীকে খেজুর খাওয়ালে إِنْ شَاءَ اللهُ পুত্রসন্তান জন্ম হবে, যে সুশ্রী, ধৈর্যশীল এবং নম্র স্বভাবের হবে।”

﴿৭﴾ যে অনাহারের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর খুবই উপকারী, কেননা এটি খাদ্য উপাদানে ভরপুর, এটি আহায়ে দ্রুত শক্তি ফিরে আসে, সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফতার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।

﴿৮﴾ রোযায় দ্রুত বরফের ঠান্ডা পানি পান করলে গ্যাস, পাকস্থলী বাস্পায়িত এবং কলিজা ফুলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করতে ক্ষতির আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়, কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডা পানি পান করা কখনোই উচিত নয়।

﴿৯﴾ খেজুর ও খিরা<sup>(১)</sup> তাছাড়া খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে প্রমাণিত।<sup>(২)</sup> এতেও হিকমতের মাদানী ফুল রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে, এতে জৈবিক ও দৈহিক দুর্বলতা এবং শারীরিক ক্ষীণতা

১. মুসলিম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৪৩। ২. শামায়িলে তিরমিযী, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারালী)

দূর হয়ে যায়। মাখনের সাথে খেজুর খাওয়াও প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে প্রমাণিত।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪১, হাদীস নং-৩৩৩৪)

- ﴿১০﴾ খেজুর খেলে পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়।
- ﴿১১﴾ এজমা, হৃদরোগ, যকৃত, মুত্রথলী, প্লীহা এবং অস্ত্রের রোগ-ব্যধির জন্য খেজুর উপকারী। এটি কফ বের করে দেয়, মুখের শুষ্কতা দূর করে এবং প্রস্রাব সহজে বের হতে সাহায্য করে।
- ﴿১২﴾ হৃদরোগ এবং চোখের কালো ছানি রোগের জন্য খেজুর বিচি সহকারে পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ﴿১৩﴾ খেজুরকে ভিজিয়ে এর পানি পান করে নিলে কলিজার রোগ-ব্যধি দূর হয়ে যায়। আমাশয় রোগের জন্যও এ পানি উপকারী। (রাতে ভিজিয়ে সকালে খালী পেটে সেই পানি পান করবেন, কিন্তু ভেজানোর জন্য পানি ঢেলে ফ্রিজে রাখবেন না)
- ﴿১৪﴾ খেজুর দুধের সাথে গরম করে খাওয়া সর্বোত্তম শক্তিশালী খাদ্য, এ খাদ্য রোগ পরবর্তী দুর্বলতা দূর করার জন্য খুবই উপকারী।
- ﴿১৫﴾ খেজুর খেলে ক্ষত দ্রুত ভরে যায়।
- ﴿১৬﴾ জন্ডিসের রোগীর জন্য খেজুর উত্তম ঔষধ।
- ﴿১৭﴾ তাজা-পাকা খেজুর পিত্তরস (অর্থাৎ বমির সাথে যে পিত্তরস (তিক্ত পানি) বের হয়) এবং বিষাক্ততাকে ধ্বংস করে দেয়।
- ﴿১৮﴾ খেজুরের বিচি আঙুনে পুড়ে তা দিয়ে মাজন তৈরী করে নিন, এটি দাঁতকে উজ্জল এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

- ﴿১৯﴾ খেজুরের পোড়া বিচির ছাই লাগালে ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্ষত দ্রুত ভরে যায়।
- ﴿২০﴾ খেজুরের বিচি আগুনে ফেলে ধোঁয়া নিলে অর্ধরোগের ক্ষতগুলো শুকিয়ে যায়।
- ﴿২১﴾ খেজুর গাছের শিকড় কিংবা পাতার পোড়া ছাই দ্বারা দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথার জন্য উপকারী, শিকড় বা পাতা সিদ্ধ করে তা দ্বারা কুলি করলেও দাঁতের ব্যথার জন্য উপকারী।
- ﴿২২﴾ যার খেজুর খেলে কোন ধরনের ক্ষতি (Side effect) হয়, সে আনারের রস বা পোস্তদানা বা কালো মরিচের সাথে ব্যবহার করলে **اِنْ شَاءَ اللهُ** উপকার পাওয়া যাবে।
- ﴿২৩﴾ আধ পাকা ও পুরাতন খেজুর একসাথে খাওয়া ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে খেজুরের সাথে আঙ্গুর কিংবা কিসমিস বা মুনাঙ্কা মিলিয়ে খাওয়া, খেজুর ও আনজির ফল একসাথে খাওয়া, রোগ মুক্তির পরপরই দুর্বলতার সময় অতিরিক্ত খেজুর খাওয়া এবং চোখের রোগাবস্থায় খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর।
- ﴿২৪﴾ একই সময়ে পাঁচ তোলা (অর্থাৎ ৫৮.৩২ গ্রাম) অপেক্ষা বেশী খেজুর খাবেন না। পুরাতন খেজুর খাওয়ার সময় ছিড়ে ভিতরে দেখে নিন, কেননা অনেক সময় এতে ছোট ছোট লাল বর্ণের পোকা থাকে, সুতরাং পরিস্কার করে খান। যেই খেজুরের ভিতর পোকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা পরিস্কার না করে খাওয়া মাকরুহ। বিক্রেতারা চকচকে করার জন্য অধিকাংশ





রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল্লা)

সময় সরিষার তেল লাগায়, সুতরাং উত্তম হচ্ছে যে, খেজুরকে কয়েক মিনিট পানিয়ে ভিজিয়ে রাখুন, যেন মাছির মল ও ধুলো-বালি ইত্যাদি আলাগা হয়ে যায়, অতঃপর ধুয়ে ব্যবহার করুন। গাছ-পাকা খেজুর বেশী উপকারী। (কিন্তু না ধুয়ে খেজুর বরং যেকোন ফল এবং সবজি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, অন্যথায় ময়লা আবর্জনা, মাছি, কীট পতঙ্গের মল এবং জীবাণু সমৃদ্ধ কণা পেটে গিয়ে রোগের সৃষ্টি করতে পারে)

﴿২৫﴾ মদীনা মুনাওয়ারার **رَادِمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا** খেজুরের বিচি ফেলে দেবেন না, কোন আদব সম্পন্ন স্থানে রেখে দিন অথবা নদীতে ডুবিয়ে দিন, বরং সম্ভব হলে যাঁতাকল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কৌটায় ভরে পকেটে রেখে দিন এবং সুপারীর স্থলে ব্যবহার করে এর বরকত লুফে নিন। যেকোন বস্তু হোক তা দুনিয়া যেকোন স্থানের, মদীনা মুনাওয়ারার **رَادِمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا** ভূখণ্ডে প্রবেশ করতেই তা মদীনার হয়ে গেলো, সুতরাং আশিকানে রাসূলরা এর আদব করে থাকেন।

**হাদীসে পাকে বর্ণিত চিকিৎসা সবাই কি করতে পারবে?**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত “খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল”এ বিভিন্ন রোগের জন্য “খেজুর” দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এপ্রসঙ্গে সামনের কয়েকটি লাইন অধ্যয়ন করা **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ** খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি (হাদীসে পাক: “ **فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ** شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ” অর্থাৎ কালজিরায় মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

রয়েছে।” এর আলোকে) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: সকল রোগের (শিফা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, গ্লেটমা এবং কফ জাতীয় রোগের (শিফা), কেননা কালজিরা গরম ও শুষ্ক হয়ে তাকে, সুতরাং ভেজা ও ঠান্ডা জাতীয় রোগের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে। তিনি আরো বলেন: এখানে উদ্দেশ্য হলো আরবের সাধারণ রোগ (মিরকাত) অর্থাৎ কালজিরা আরবের সাধারণ রোগের জন্য উপকারী। মনে রাখবেন যে, হাদীস শরীফের চিকিৎসা কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার করা উচিত (আরববাসীদের লিখিত চিকিৎসা) শুধুমাত্র (নিজের) পরামর্শেই ব্যবহার করবেন না, কেননা আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি আরববাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। (মীরাত, ৬/২১৬, ২১৭) এরই সাথে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, এই কিতাবে উদ্ধৃত যেকোন ব্যবস্থাপনা আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করবেন না, যদিওবা এই ব্যবস্থাপনা সেই রোগের জন্য যাতে আপনি কষ্ট ভোগ করছেন। মনে রাখবেন! মানুষের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, অনেক সময় একই ঔষধ কারো জন্য শিফা ও আরোগ্যের মাধ্যম হয় আর কারো জন্য মৃত্যুর বার্তা বহন করে। সুতরাং আপনার শারীরিক অবস্থায় কোন ব্যবস্থাপনা কাজ করবে আর কোন কাজ করবে না তা আপনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই নির্ধারণ করতে পারবে।





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

## ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী: ﴿١﴾ “নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দোয়া থাকে, যা রদ করা হয় না (ইবনে মাজাহ, ২/২৫০, হাদীস নং-১৭৫৩) ﴿٢﴾ “তিন ব্যক্তির দোয়া রদ করা (ফিরিয়ে দেয়া) হয় না: (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহের এবং (২) ইফতারের সময় রোযাদারের ও (৩) মযলুমের। এ তিন জনের দোয়া আল্লাহ পাক মেঘ থেকেও উচুতে তুলে নেন এবং আসমানের দরজা এর জন্য খুলে যায় আর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: “আমার সম্মানের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছু দেরিতে হয়।” (শাওকাত, ৩৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৫২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## আমরা পানাহারে লিগু থেকে যাই

প্রিয় রোযাদারেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়, আহ! এই কবুলিয়্যতের মুহুর্তে আমাদের নফস এই সময়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কেননা এই সময় প্রায় আমাদের সামনে নানা প্রকার ফলমূল, কাবাব, সমুছা, পেয়াজু, ছোলা ইত্যাদির পাশাপাশি গরমের দিন হলে তো ঠান্ডা শরবতের গ্লাসও থাকে, এদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে, ওদিকে খাবার ও শরবতের উপর আমরা এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ি যে, দোয়ার কথাও মনে থাকে না! দোয়া তো দোয়াই, আমাদের কিছু ইসলামী ভাই ইফতারের সময় পানাহারে এতো বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, তারা মাগরিবের জামাআতও পুরোপুরি পায় না; বরং







রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

مَعَادَ اللَّهِ অনেকে তো এতো বেশি অলসতা করে যে, ঘরে ইফতার করে সেখানেই জামাআত ছাড়া নামায পড়ে নেয়। তাওবা! তাওবা!!

ওহে জান্নাত প্রার্থীরা! এতটুকু অলসতা করবেন না!! জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য শরীয়তে গভীরভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মনে রাখবেন! কোন শরীয়তের বাধ্যবাধকতা ছাড়া মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত বর্জন করা গুনাহ।

## ইফতারে খাবার খেয়ে নামাযের

## জন্য মুখ পরিস্কার করা আবশ্যিক

উত্তম এটাই যে, এক-আধটি খেজুর দ্বারা ইফতার করে দ্রুত ভালভাবে মুখ পরিস্কার করে নিন এবং নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করুন। আজকাল মানুষ মসজিদে ফলমূল ও পেঁয়াজু খেয়ে মুখ ভালভাবে পরিস্কার না করেই জামাআতে অংশগ্রহণ করে নেয় অথচ খাবারের সামান্য অংশ কিংবা স্বাদও মুখে না থাকা উচিত, কেননা আমার আক্কা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: অসংখ্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: “যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় ফিরিশতা তার মুখের সাথে নিজের মুখ রাখে, বান্দা যা পাঠ করে তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে, সে সময় যদি কোন কিছু তার দাঁতে আটকে থাকে, তবে ফিরিশতার এতো কষ্ট হয় যে, যা অন্য কোন কিছুতেই হয় না।” শ্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়ায়,





রাসুলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তবে সে যেন মিসওয়াক করে নেয়, কেননা সে যখন নিজ নামাযে কিরাত পাঠ করে, তখন ফিরিশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখে এবং যা কিছু তার মুখ থেকে বের হয় তা সেই ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।<sup>(১)</sup> এবং “ইমাম তাবরানী” “কবীরে”র মধ্যে হযরত সাযিদ্যুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, উভয় ফিরিশতার নিকট এর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক কোন বস্তু নেই যে, তারা নিজ সাথীকে নামায পড়তে দেখে এবং তার দাঁতে খাদ্য কণা ফেঁসে থাকে।

(মু'জামুল কবীর, ৪/১৭৭, হাদীস নং-৪০৬১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১/৬২৪, ৬২৫)

মসজিদে ইফতারকারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ পরিস্কার করা কষ্ট হয় যে, ভালভাবে পরিস্কার করতে গেলে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্য পরামর্শ হলো যে, শুধুমাত্র এক-আধ খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিন, পানিকে মুখের ভিতর ভালভাবে নাড়াচাড়া করে কুলি করে নিন, যেন খেজুরের মিষ্টি স্বাদ ও এর কণা দাঁত থেকে ছুটে পানির সাথে পেটের ভিতর চলে যায়, প্রয়োজনে দাঁতে খিলালও করে নিন। যদি মুখ পরিস্কার করার সুযোগ না থাকে তবে সহজ ব্যবস্থা হলো শুধুমাত্র পানি দিয়ে ইফতার করে নিন। আমার ঐ সমস্ত রোযাদার খুবই প্রিয়, যারা রকমারী নেয়ামতের থালার প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদের প্রথম সারিতে, পানি নিয়ে বসে যায়, কেননা এভাবে ইফতার দ্রুত শেষও হয়, মুখও পরিস্কার থাকে এবং প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথেই জামাআত সহকারে নামায আদায় করাও নছীব হয়ে যাবে।

১. শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৮১, নম্বর-২১১৭।





# “করোনা”



## সে হাম কো বাঁচা ইয়া ইলাহী

“করোনা” সে হাম কো বাঁচা ইয়ালাহী!  
 “করোনা” মে জু মুবতলা হে ইনহে তু  
 “করোনা” সে সব লোগ ঘাবড়া গেয়ে হে  
 “করোনা” হামারা ভালা কিয়া বিগাড়ে  
 “করোনা” কা ডর দূর ফরমা কে ইয়া রব!  
 যবঁ পর “করোনা করোনা” কে বদলে  
 “করোনা” কা শাহে মদীনা কে সদকে  
 “করোনা” কে বদলে গুনাহৌঁ কা ডর দেয়  
 ডরৌঁ নারে দোযখ সে এয় কাশ হার দম  
 গুনাহৌঁ সে তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়  
 রাহে খউফ হার দম বুড়ে খাতমে কা

পারে হো ইয়ে হাম সে বালা ইয়া ইলাহী  
 করম সে আতা কর শিফা ইয়া ইলাহী  
 তু হিমত দেয় অউর হোচলা ইয়া ইলাহী  
 সাহারা হে হাম কো তেরা ইয়া ইলাহী  
 তু কর খউফ আপনা আতা ইয়া ইলাহী  
 তেরা যিকর হো ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী  
 তু দুনিয়া সে কর খাতেমা ইয়া ইলাহী  
 নাদামত সে হাম কো রুলা ইয়া ইলাহী  
 তু জান্নাত মে হাম কো বাসা ইয়া ইলাহী  
 হামে নেক বান্দা বানা ইয়া ইলাহী  
 হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহী

তু আত্তার কো দেয় দেয় শওকে মুলাকাত

তু কুরব আপনা কর দেয় আতা ইয়া ইলাহী



১৯ রজব ১৪৪১ হিঃ  
 15-03-2020

## সুল্লাতের বাহার

سَلَاةُ الْعَدُوِّ تَبَدُّلًا অবদীপে কুরআন ও সুল্লাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুল্লাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাবের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুল্লাতে ভরা ইজতিমায় অল্পাধু ভাআলার সজ্জির জন্য ভাল ভাল নিয়্যাত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলসের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুল্লাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মনীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার বিখানারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

سَلَاةُ الْعَدُوِّ تَبَدُّلًا এর বরকতে ইমানের হিফযাত, গন্যাহের প্রতি খুশা, সুল্লাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেইা করতে হবে।" سَلَاةُ الْعَدُوِّ تَبَدُّلًا নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। سَلَاةُ الْعَدُوِّ تَبَدُّلًا



### মাক্তাবাতুল মাদিনার বিভিন্ন শাখা

ফরযানে মনীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সালেদাবাস, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

তে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দারকিলা, চাঁচাম। মোবাইল: ০১৯৪৫৪০০৫৮৯, ০১৮১০৬৭১৫৭২

ফরযানে মনীনা জামে মসজিদ, নিয়্যামতপুর, টেংলপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net